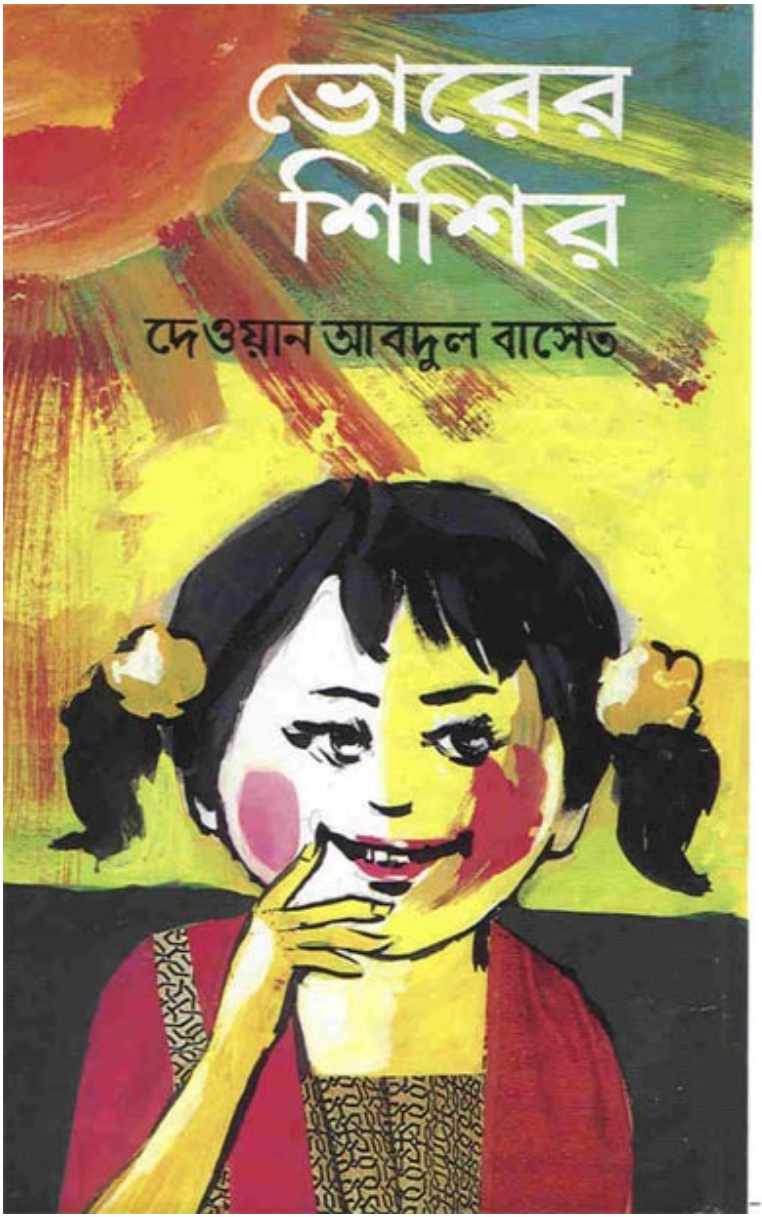

'সবুজের মনগুলো যদি করি জয় যে
ছড়াকার হবে শুধু মোর পরিচয় যে
আশির দশকে লিখি কিচির-মিচির
ছন্দে ঝরাবো আজ ভোরের শিশির।'

- দেওয়ান আব্দুল বাসেত

ছড়াকার হিসেবে দেওয়ান আব্দুল বাসেত-এর পরিচয় আরো প্রসারিত- যতটা না তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। গল্পকার, ঔপন্যাসিক কিংবা নিবন্ধকার হিসেবেও তাঁর পরিচিতি আছে- একজন সুলেখকের অভিজ্ঞতার কারণেই। আর তাই সুদূর প্রবাসে থেকেও তিনি লেখার নেশায় মত্ত। এবং লিখিয়েদের নিয়েও। তা না হলে মরুর বুকেও পলাশের রং ছড়াতে পারতেন না। এক দশকের বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্য পত্রিকা 'মরুপলাশ' সম্পাদনা করতে পারতেন না মরুর দেশে বসে।

Bhorer Shishir

(Morning dew)

(A collection of Children Rhymes and Poems)

by DEWAN ABDUL BASET

PUBLISHED BY

Marupalash **GROUP OF PUBLICATIONS**

DHAKA, BANGLADESH

FIRST EDITION

Brishti-Nadi Prokashony

Chandpur, Bangladesh

February1997

2nd Edition

BOIPOTRO GROUP OF PUBLICATIONS, DHAKA

NATIONAL BOOK FAIR, BANGLA ACADEMY

DHAKA, BANGLADESH

FEBRUARY 1998

3rd INTERNET EDITION

SHIPON

OCTOBER 2002

COMPUTER COMPOSE

LUBNA BASET BRISHTI

Copy right : Meera, Brishti, Nadi, Baishakhi

Cover design: S.M. Shamsuddin

Contact with writer

E-MAIL: marupalash@yahoo.com

dewanbaset@hotmail.com

ISBN 984-8211-12-8

ভোরের শিশির

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রথম প্রকাশ:
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৭
বৃষ্টি নদী বৈশাখী প্রকাশনী

দ্বিতীয় প্রকাশ:
অমর একুশে গ্রন্থমেলা-১৯৯৮
মরুপলাশ (বইপত্র) গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
ঢাকা, বাংলাদেশ ।

তৃতীয় ইন্টারনেট সংস্করণ
শিপন
অক্টোবর- ২০০২

গ্রন্থ স্বত্ব:
মীরা,বৃষ্টি, নদী, বৈশাখী

কম্পিউটার কম্পোজ:
লুবনা বাসেত বৃষ্টি
প্রচ্ছদঃ এস এম শামসুদ্দিন

লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :
E-mail : marupalash@yahoo.com
dewanbaset@hotmail.com

"Bhorer shishir" composed by Dewan Abdul Baset
A collection of Childrens Rhymes and Poems
Published by: Marupalash (Boipotro) Group of Publications
Dhaka, Bangladesh
ISBN 984-8211-12-8

উৎসর্গ.....

ভোরের শিশির বইটি দিলাম
ছোট্ট নদী বৃষ্টিকে,
আমায় যারা খুলে দিলো
ভালোবাসার দৃষ্টিকে।

ভোরের শিশির

পাখির গানে সূয্যি মামা
চোখটি যখন মেলে,
হল্‌দে বরণ সরষে বিলে
ভোরের শিশির খেলে ।

লক্ষ মণি-মুক্তা যেন
গলায় তাদের হাসে,
তাইনা দেখে মৌমাছিরা
দল বেঁধে সব আসে ।

আসলো যখন মিষ্টি হাওয়া
চললো রোদের খেলা,
ঝরলো তখন ভোরের শিশির
ভাঙ্গলো তাদের মেলা ।

নাচছে দেখো

শোনবে তুমি মুনমুনি
মৌমাছিদের গুণ্‌গুণি
সোনামনি
হীরের ক্ষণি
দেবো কিনে ঝুন্‌ঝুনি ।

কেন অভিমান শুনি
চলনা তোতার গান শুনি
সজ্‌নে ডালে
হাওয়ার তালে
নাচছে দেখো টুনটুনি ।।

মিষ্টি শিশু

(বাংলাদেশের সকল সবুজ সবুজ অবুজ শিশুদের)

যার ঘরে নেই মিষ্টি শিশু
দুঃখে ভরা ঘর,
মনটা থাকে শুক্‌নো নদী
শুক্‌নো বালির চর।

বাগান ভরে ফুটবে না ফুল
আলোর জোনাক খেলবে না,
গাঙ চিলেরা মাছের খোঁজে
পাখনাগুলো মেলবে না।

মিষ্টি শিশু এলে-
সেই সুখে মেঘ-বৃষ্টি ঝরে
লক্ষ ফুলের সৃষ্টি করে
রাতের রাণী জোনাকীরা
ইলিক-ঝিলিক খেলে।

অন্ধকারের বাগান ভরে
আসবে চাঁদের হাসি,
মিষ্টি শিশু আমরা তোদের
ভীষণ ভালোবাসি।

নতুন বাড়ির ইষ্টি

(প্রবাসে যে সব বাঙালি শিশুরা জন্ম নিয়েছে তাদের উদ্দেশে)

সাত ফাগুনের রঙের ভেলা
ভিড়লো তীরে বিকেল বেলা
সেই ভেলাতে চড়ে এলো
নতুন বাড়ির ইষ্টি;
সেই খুশিতে বনের পাখি
করছে কেমন ডাকাডাকি
ঘুংঘুর পায়ে নাচতে থাকে
টিনের চালে বিষ্টি ।

বাঙলা লিমেরিক

এই সবুজের দেশটি জুড়ে লক্ষ ধানি বিল ছিলো
শাপলা শালুক কোড়া ডাকা কত্তো মাছের ঝিল ছিলো
গোল্লা ছুটের খিল্ ছিলো
কথায় - কাজের মিল ছিলো
পরের দুখে কাঁদতো মানুষ এমনি সবার দিল্ ছিলো ।

ছ' ঋতুর তালিকা

(আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক হেলালউদ্দীন আহমদ শ্রদ্ধাভাজনেষু)

গ্রীস্মেতে খাবে নদী
টক-ঝাল-মিষ্টি,
বর্ষাতে মুড়ি খাবে
নেমে এলে বিষ্টি ।

শরতের শেষে হবে
তার বাকি লিষ্টি
তাল বড়া খেয়ে দেবে
হেমন্তে দিষ্টি ।

ডোল ভরে রেখে দেবে
আমনের ধান্য
শীতেতে পিঠার মজা
কী যে অসামান্য ।

পুতুলের কপালেতে
রাঙা টিপ দিয়ে সে
বসন্ত এলে দেবে
পুতুলের বিয়ে সে ।

এমনিতে শেষ করে
ছ‘ ঋতুর তালিকা
দোয়েলের গানে গানে
ঘুমায় এ বালিকা ।

চাঁদের নাতি

(ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী শ্রদ্ধাস্পদেষু)

বৃষ্টি ভেজা শাওন- ভাদর
কারা মেলে ছাতি?
-কোলা ব্যাঙের নাতি ।

রাতের বেলা ডোবার পাড়ে
কারা জ্বালায় বাতি?
- সোনা ব্যাঙের নাতি ।

লক্ষ তারায় পগার জুড়ে
সাজায় কারা রাতি?
-বন জোনাকীর নাতি ।

বুড়ো বটের ডালে কারা
করছে মাতা- মাতি?
-মাম্‌দো ভূতের নাতি ।

বন বিড়ালে মুরগী নিলে
কে থাকে তার সাথী?
-খেঁক শিয়ালের নাতি ।

সব পেয়ারা খেলো কারা
কোন পশুদের জাতি?
-কাঠবিড়ালের নাতি ।

কাঁদলো কারা বেতের ঝোপে
কালকে সারা রাতি?
-নীল ডাহুকীর নাতি ।

সবার যখন দাদু আছে
আমার দাদু কই
বলবো কারে সই?

-ওই আকাশে চাঁদটা তোমার
দাদু এবং সই,
এবার খোলো বই।।

সারসের পিকনিক

কথা হলো সারসেরা 'পিকনিক' করবে,
সবে মিলে বিলে ঝিলে ছোট মাছ ধরবে।
সকালের সূয্যিটা ওঠে যেই হাসবে,
তারো আগে তারা সবে 'চরমাসা' আসবে।

দোয়েলকে বলা হলো পিকনিকে গাইবে,
গানে গানে নদী জলে দিল্ খুলে নাইবে।
হরিয়াল পাখীরাও এসে তাতে নাচবে
রকমারি মিউজিকও তাতে নাকি বাজবে।

কাজে লেগে গেলো তারা ধরে কতো মাছ যে,
সেই সুখে নাচে তারা মনিপুরী নাচ যে।
রান্নার আয়োজনে লেগে গেলো তাহারা
কেউ সাজে রাঁধুনি ও কেউ দেয় পাহারা।

চারদিকে সাজিয়েছে তাহাদের পালকে,
বন হলো ইজ্জ্বল রকমারি আলোকে।
সকলের পাতে আহা মাছ-মুড়ি-ঘন্ট
পিকনিকে ভেসে আসে দোয়েলের কণ্ঠ।

ঘ্রাণ পেয়ে দূর থেকে শিয়ারের বাচ্চা
ছুটে এসে বলে ভাই খাবে নাকি লাচ্চা?
আহা কীযে মৌ- মৌ লাচ্চার স্বাধ যে,
তোমাদের ছাড়া খেলে হবে অপরাধ যে!

বহু খোঁজ করে তবু তোমাদের পাই না;
মেহমান ছাড়া আমি কখ্খনো খাই না?!
লাচ্চার খোঁজ পেয়ে ছুটে গেলো সকলে
পিক্নিক চলে গেলো শিয়ালের দখলে।

ছন্দ-তালে বলছে মীরা

ছড়াগানের সুরে সুরে
দিচ্ছে কতো উপমা
ছন্দ তালে বলছে মীরা
খাদ্য খাবে সুষমা।

বিকেল বেলার খেলাধূলা
রাখবে তাজা শরীর মন,
সন্ধ্যে হলে নামাজ পড়ে
চলবে পড়ার আয়োজন।

পাঠের শেষে খানা খাবে
আসবে চোখে ঘুমের বান,
জোনাক জ্বলা নিঝুম রাতে
ঘুমপরীরা গাইবে গান।

সূয্যি মামা জাগবে যখন
জাগবে তুমি আফিয়া,
উঠলে তুমি গাইবে তখন
শ্যামা- দোয়েল- পাপিয়া।

পড়বে তুমি মনোযোগে
আলিফ বা-তা-ছা
ক্কারী সাহেব বলে দেবেন
পাঠ্য তোমার যা যা।

আম্‌পারা শেষ করবে তুমি
ধরবে বুকে কোরান চুমি।

একটুখানি ব্যায়াম করে
করবে গোসল, খানা শেষ,
যাবে হেঁটে ইসকুলেতে
বলবে সবে বাহ্‌বা বেশ।

রোদের মাঝে বৃষ্টি

আকাশ জুড়ে রোদের খেলা
বাতাস কেমন মিষ্টি,
টিনের চালে নাচতে থাকে
টাপুর টুপুর বিষ্টি।

রোদের মাঝে বৃষ্টি
আল্লাতালার সৃষ্টি!

সূয্যি যখোন হাসে
বৃষ্টি যদি আসে,

ঠিক তখোনি রঙ ধনুটা
হাসবে তাদের পাশে।

লুবনা এবং জেকরা ভাবে
কিচ্ছু খুঁজে পায় না,
রোদের মাঝে বৃষ্টি হবে
কেমনতরো বায়না?

বললো দাদু ধুররে বোকা
ভাবছো কেন মিছে,
খেঁকশিয়ালের চলছে বিয়ে
হোগ্‌লা পাতার নিচে।

তাইতো রোদে বৃষ্টি ঝরে
রঙধনু যায় সৃষ্টি করে।

এমনি দিনে সবচে' ভালো
ছড়ায় ছড়ায় ছন্দ,
লিখে লিখে দাওনা ভরে
কদম ফুলের গন্ধ।।

শীতের ছড়া

পশম কাটা বাতাস এলো
বরফ জলে স্নান করে,
কাঁদছে শীতে নেংটা শিশু
দুঃখ অভিমান করে।

পায়না খেতে-পরতে তারা
সুর্‌কি, মুটের কাজ করে;
হায়রে দুখের কালো মেঘ
রাখছে জীবন সাঁঝ করে!

বড় বাড়ির লেপ-তোষকে
আমরা যারা বাস করি,
নিত্য নতুন পোশাক পরে
খুব বেশী বিলাস করি।

চলনা সাথী ওই দুখীদের
কয়টা কাপড় দান করি,
এবং কিছু খাদ্য দিয়ে
কষ্ট অবসান করি।

পাগলী মেয়ে আম্বিয়া

(ছড়াশিল্পী আশরাফুল মান্নান বন্ধুবরেষু)

মহতপুরে জন্ম তাহার
পাগলী মেয়ে আম্বিয়া,
ভাই-বেরাদার সবাই গেছে
সউদী নাকি জাম্বিয়া।

ভিন্-দেশেতে চায়না যেতে
গাঁয়েই পড়ে থাকবে সে,
আপন দেশের মাটির বুকে
আল্লাহ, রসুল ডাকবে সে।

সবাই দিলে বিদেশ পাড়ি
থাকলো দেশে আম্বিয়া,
তার কাছে যে ভাল্লাগে না
সউদী কিবা জাম্বিয়া।

লাল ফুলের গান

বলতে পারো বৈশাখী ওই
পলাশ, জবা লাল কেন?
থোকা থোকা রক্তে মাখা
কৃষচূঁড়ার ডাল কেন?

জবাব তোমার নেই কি জানা?
শোনো তবে কান দিয়ে-
সেই ফাগুনে সোনার ছেলে
ভাষার তরে জান্ দিয়ে-
লুটায় তারা মাটির বুকে;
মায়ের ভাষায় প্রাণ এলো,
সেই ছেলেদের রক্তে ভিজে
লাল ফুলেদের গান এলো ।

জলোচ্ছ্বাস '৯১

ভেসে গেলো জলোচ্ছ্বাসে
লক্ষ সুখের ঘর,
লক্ষ সোনামনি ভাসে
হায়রে জলের 'পর!

ভাসছে আরো পশু-পাখি
ওদের মা ও বাবা,
রুখ্‌তে কেহ পারে না হায়!
জলোচ্ছ্বাসের থাবা!

হায়রে নিঠুর ঝড়
প্রলয় ভয়ংকর!
লক্ষ লোকের প্রাণ কেড়ে সে
গড়লো বিরাণ চর!!

সাটুরিয়ার ঝড়'৮৯

সেই বিকেলে সাটুরিয়ায়
হানা দিলে ঝড়,
ভেঙ্গে গেলো গাছপালা আর
নেয় উড়িয়ে ঘর!

ঠিক তখনো খেলার মাঠে
কত্তো সোনামুখ,
খেলতে ছিলো ভুলে গিয়ে
যত্তো অভাব দুখ্!

কিন্তু ঝড়ে মারলো থাবা
লাগলো তাদের গায়,
লক্ষ পাখির দেশটি ছেড়ে
যায় হারিয়ে হায়!!

দীপ্তি-বীণা-মীনা

দীপ্তি বীণা নাচে,
নাচন দেখে ডোবার ব্যাঙে
আসলো তাদের কাছে।

ছড়া কাটে বীণা,
ঘুংঘুর পায়ে দীপ্তি নাচে
কাশর বাজায় মীনা।

আসলো বিড়াল ছানা
আসলো টিয়ে, ময়না, তোতা
নাচলো মেলে ডানা।

তাধিন তাধিন ছন্দ গান
দোয়েল, কোয়েল ধরছে টান,
কান্ড দেখে হাসছে দাদু
দাদী ধরে মলছে কান।

বীর মহাবীর

এই মাটিতে মিশে আছে
বাঙলা ভাষার সেনা,
তাঁদের বুকের রক্ত দিয়ে
বর্ণমালা কেনা!

তাইতো ওঁদের সালাম করি
ভাষার তরে যাঁরা,
গুলী নিলো বুক উঁচিয়ে
বীর মহাবীর তাঁরা!!

ইতিহাসের গল্প- ১

(অতীতের বাংলা)

বলবো কথা অল্প
সত্যি কথা বলছি শোনো
ইতিহাসের গল্প ।

বাংলাদেশে কী না ছিলো
স্বপ্ন সুখের বীণা ছিলো
সত্য কথার ভাষণ ছিলো
শায়েস্তা খাঁর শাসন ছিলো ।

মিল্‌তো জানো কি?
আট মণ চাল টাকায় ছিলো!
মসলিনও ঢাকায় ছিলো
মিলতো টাকায় দশটি টিনের
টাট্‌কা গাওয়া ঘি!

ইতিহাসের গল্প- ২

(ময়ূর সিংহাসন)

এক চেয়ারের মূল্য কত?
বলবে সবাই দু'তিন শত ।
কিন্তু সেটা রাজার চেয়ার
তাইতো ওতে বিশেষ 'কেয়ার' ।

সোনা,রুপা, হীরে দিয়ে
তৈরী চেয়ার খানা,
ইচ্ছে হলে আকাশ নীলে
ধরবে মেলে ডানা!

সেই চেয়ারে খরচ করে
উনিশ কোটি টাকা(?)
তাতেই বসে শাসন করে
দিল্লী এবং ঢাকা!

মোগল যুগের মহারাজা
শাজাহানের আসন,
সে আসনের নামকি জাগো?
ময়ূর সিংহাসন ।

ইতিহাসের গল্প- ৩

(যাঁর নামে চাঁদপুর)

(মোঃ ফিরোজ মিয়া/জীবন কানাই চক্রবর্তী চাঁদপুরের আমার প্রিয় শিক্ষক)

ফকির ও কামেল তিনি
চাঁন শাহ পীর,
পাশে তাঁর ডাকাতিয়া
বহে তির তির ।

খবরটা রটে গেলো
দূর- বহূ দূর,
ফুলে- ফলে ভরে তাঁর
সাধনার সুর ।

চাষাবাদ করে করে
মাঝপথে গেলো ঝরে
বকুলেরা ঝুর ঝুর
গন্ধ বিলায়,
মোহনার কুলে কুলে
আলোকিত চাঁদ ও দুলে
চাঁদপুর নামও এলো
সেই উছিলায় ।

একাত্তরে

একাত্তরের নিঝুম রাতে
ঘুম্ ঘুম্ সব চোখের পাতে
আকাশ ভাঙ্গা কামান, বোমার
শব্দ ভেসে আসলো
কান্না মিশে আসলো
খান সেনা ওই দৈত্যগুলো
বাংলাদেশে আসলো!

ধূলোর সাথে মিশিয়ে দেবে
বুটের তলায় পিষিয়ে দেবে
বাঙালিদের আশার আলো
নিভিয়ে দিতে চায় ওরা
ছিনিয়ে নিতে চায় ওরা
তিন 'মিলিয়ন' বাঙালিদের
রক্ত চুষে খায় ওরা!

তাইনা দেখে ক্ষেপ্‌লো জেলে
কামার- কুলি, দামাল ছেলে
দস্যুদেরই শাবল, টেটায়
পাল্টা আঘাত হানলো
বাংলা মাকে জানলো,
নয় মাসের ওই যুদ্ধে ওঁরা
দেশটা কেড়ে আনলো!

কবি নজরুল

ডানপিটে ছেলেটার দেখো কারবার,
কোনো কাজে মন তার নয় হারবার!
হাঁটবেনা কারো পিছু ধারবেনা ধার,
অধিকার কেড়ে নিতে জাগে বার বার।

শালিকের ছানা নিয়ে করে হই- চই,
এই ছিলো এইখানে ফের্ গেলো কই?
পড়শীর জামগাছে ঢিল মেরে খুশি,
নালিশঅলার নাকে দেয় মেরে ঘুষি!

ইস্কুল পালিয়ে সে দেবে জোরে লম্ফ,
হররোজ পাড়াতে সে তোলে ভূমিকম্প!
গেয়ে গান পেলো মান 'লেটো' দলে সেরা,
আর কভূ হলো না তো ঘরে তার ফেরা!

যোগ দিয়ে সৈনিকে ঘুরে বহুদেশ,
কবিতার চর্চাটি সাথে চলে বেশ।
কবিতায় জ্বলে উঠে সূর্যের তেজ!
গানে-কবিতায় কাটে শত্রুর লেজ!

'অগ্নিবীণা'তে ফুটে আগুনের ফুল,
'বিষের বাঁশী'তে ছিঁড়ে শোষকের চুল!
'বিদ্রোহী' কবিতায় উচুঁ করে শির,
আযাদীর গান গায় সেই মহাবীর!

ছাপা হলে তাঁর সেই কবিতা ও গান,
শোষকের মন ভেঙ্গে হলো খান খান।
হাত বেঁধে শত্রুরা দিলে তাঁরে জেল,
মানে না সে মানে না তো মৃত্যুর শেল্'!

ভোরের শিশির / উনিশ

মূখর সে কবি হায় মূক হয়ে গেলো,
চলে নাতো কলম আর সব এলোমেলো!
অবশেষে চলে গেলো দূর বহুদূর,
দিয়ে গেলো বুকে চির বেদনার সুর।

আসানসোলের সেই চুরুলিয়া গ্রাম,
গ্রাম নয় তাহা যেন সবুজ এক খাম।
সে অবুঝ দেশের এই পাখি বুলবুল,
কাজী নজরুল তিনি কবি নজরুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই বালকের জন্ম ছিলো
জমিদারের ঘরে,
সকাল বিকেল করতো খেলা
জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে।

কী জানি কোন খেয়ালে
'জল পড়ে পাতা নড়ে'
লিখলো সেদিন দেয়ালে-

ওই লেখা তাঁর হাতে খড়ি
হাত পাকাতে শুরু,
অবশেষে হলেন তিনি
সব কবিদের গুরু!

ঘুম ভাঙালো বিশ্বে সবার
কবির গানের কলি,
নোবেল পুরষ্কার পেলেন
লিখে গীতানঞ্জলি'।

তোমার আমার সবার জানা
চেনা সবার কাছে,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি
সবার মাঝে আছে।

বিজয় দিনের গান

একাত্তরের ডিসেম্বরে
রক্তে রাঙা ভোর এলো,
হায় নিদারুণ রক্তঝরা
নয়টি মাসের ঘোর গেলো!

লক্ষ লাশের ভেলায় চড়ে
বাংলা মায়ের মান এলো,
পঙ্গু ছেলের কণ্ঠ থেকে
বিজয় দিনের গান এলো!

মিষ্টি সুবাতাস এলো
লক্ষ ফুলের বাস এলো
পাখ্না মেলে উড়তে পাখি
মুক্ত নীলাকাশ পেলো ।

বাপী তোমার জন্যে

(অকাল প্রয়াত ছড়াকার বাপী শাহরিয়ার স্মরণে)

বাপী তোমার জন্যে আমার
কেমন করে মন,
জুঁই, চামেলী ফুলের বোটায়
কেমন শিহরণ ।

ফুল বাগানে বুলবুলিরা
হারায় গানের সুর!
উড়ে গেলে বাপী তুমি
কোন সে অচিনপুর?

রকম রকম ছড়া তোমার
পরীর হাতের তুলি!
কেমন করে ভুলি তোমায়
কেমন করে ভুলি?

ভোরের শিশির / একুশ

ভাষার লিমেরিক

বাঙলা ভাষার দাবী নিয়ে তুললো যাঁরা ঝড়
আটই ফাগুন ছিলো তখোন ভীষণ ভয়ংকর!
চাইলো তাঁরা ভাষায় মান
গুলীর মুখে হারায় প্রাণ
সেই শহীদের শপথ ছিলো ‘কর্ নতুবা মর্‘!!

ফিরে এলো ফাগুন

ফিরে এলো ফাগুন
দেখনা চেয়ে দেখনা চেয়ে কৃষচূঁড়ায় আগুন!
শিমূল, পলাশ, জবা
রক্তে ভেজা ফুলগুলো সব করেছে শোকের সভা!

রক্তগুলো তাঁদের
মায়ের ভাষা আনতে গিয়ে লাগলো গুলী যাঁদের ।

ফাগুন এলে ঘুরে
সেই শহীদের স্মৃতি ছায়ায়
আমরা ছুটি মোহন মায়ায়
গান গেয়ে যায় কোকিলগুলো কুহু কুহু সুরে ।

আমার পরিচয়

ছোট গাঁও বড়ো নামে ‘তরপুরচন্ডী‘,
ঘোড়ামারা মাঠ তার পশ্চিম গন্ডী
উত্তরে রেলপথ, দক্ষিণে নদী
ডাকাতিয়া যার নাম বহে নিরবধি ।

পুবে যতো গাঁও আহা সবুজের ছবি,
পশ্চিমে চাঁদপুর বিরহের কবি ।
হেনেছে মেঘনা তার বুকেতে আঘাত
বেদনার ধুপ্ তাতে জ্বলে দিনরাত!

শহরের পাশে থাকি তবে কিছুদূর,
যেখানে পাখির গান সুর সুমধুর ।
সকাল সন্ধ্যা ঘুঘু দোয়েলেরা ডাকে,
ঝিঁ ঝিঁ, জোনাকিরা নাচে; শিয়ালের হাঁকে!

ঊনিশ শ‘ আটান্নতে অক্টোবরের দুই-
জন্ম নিয়ে চিনতে শিখি শাপলা শালুক,পুঁই ।
হাটতে শিখি যখন আমি বয়স ছিলো দুই,
জন্মদাতায় মরতে দেখে বিঁধলো মনে সুঁই.... ।

শিশু মনে শত ব্যাথা শত কারুকাজ,
শত রঙ তুলি দিয়ে এঁকে যাই আজ ।
লাখো লাখো শিশুদের এই বুকে বাস
করে যাই আমি তাই ছড়া দিয়ে চাষ ।

শিশুদের দিতে চাই বকুলের গন্ধ ,
নদী আর রঙধনু বৃষ্টির ছন্দ ।
দিতে চাই পাখিদের শত কলগীত,
শহীদের দানে এই বাংলার ভিত্ ।

সবুজের মনগুলো যদি করি জয়
ছড়াকার হবে শুধু মোর পরিচয় ।
আশির দশকে লিখি ‘‘কিচির মিচির‘‘
নব্বুই দশকে দিলাম ‘‘ভোরের শিশির‘‘ ।

করছি আজও মরুভূমে পলাশের চাষ যে
নিদারুণ কাঁটাবনে মোর বসবাস যে!!
দেশ ছেড়ে বিদেশেতে আমি অনিকেত,
যাযাবর আমি সেই দেওয়ান বাসেত ।

ছন্দ দিয়ে গন্ধ ছড়ার কাজটি হলো শেষ